21 AUG 2016

যুগান্তর

নোবিপ্রবিতে বিধি লংঘন করে নিয়োগ

কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, *নোয়াখালী*

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. অহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে বিধি লংঘন করে নিয়োগ বাণিজ্য ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। এ নিয়ে ভিসির বিরুদ্ধে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষামন্ত্রী, সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ করছেন নোবিপ্রবির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ভিসি ড. অহিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ীভিত্তিক ও মাস্টার রুলে নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া বিধির সব নির্দেশ মানা যায় না। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে নিয়োগ বাণিজ্যের সংবাদ প্রতিদিনই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কোথাও কারও কিছুই হয়নি, হবেও না। নোবিপ্রবির প্রয়োজনেই রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদন নিয়েই চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ীভিত্তিক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাস্টার রুলেও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরে নিয়োগ স্থায়ী করতে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন নেয়া হবে। এসব নিয়োগ অনুমোদন ও স্থায়ী করতে রিজেন্ট বোর্ড ও মঞ্জুরি কমিশনের কতেক অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ম্যানেজ করতে মোটা অংকের টাকার প্রয়োজন। তাই নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়েছে। সূত্রে জানায়, গত বছরের ৭ জুন ভিসি ড. অহিদুজ্জামান নোবিপ্রবি যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের বিধি লংঘন করে ২২৪ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী ও মাস্টার রুলে নিয়োগ দেন। ভিসির বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্যরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিধি অনুযায়ী নোবিপ্রবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী ও মাস্টার রুলে নিয়োগ দেয়ার কোনো বিধান নেই। এসব নিয়োগের নামে ভিসি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিযোগ করেছেন। নিয়োগকৃত ২২৪ জনের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ১৫ জন ও অস্থায়ী শিক্ষক ৬ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৭১ জন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৭১ জন ও মাস্টার রুলে ৬১ জন রয়েছে। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের মধ্যে চলতি বছর ৯ ফেব্রুয়ারি এগ্রিকালচার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে ড. মো. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া ও ড. গাজী মো. মহসিন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে ড. মো. আবদুস সালাম, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে নুরুশ শোপা ইস্কান্দার শাহাজাদা ও ড. ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণসহ ৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া গত বছরের ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ ইস্ট লিবারেশন ওয়্যার স্টাডিজ বিভাগে ড. সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগে ড. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়াসহ ১০ জন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অস্থায়ী শিক্ষকদের মধ্যে গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর ইকোনমিক্স বিভাগের প্রভাষক পদে মো. মজনুর রহমান ও সোনিয়া আফরিন এ্যানি, ফুড টেকনোলজি বিভাগে প্রভাষক পদে ফাহমিদা আক্তার রাশা ও সুপ্রিয়া ঘোষসহ ৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অস্থায়ীভাবে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে গত বছর কম্পিউটার অপারেটর মো. মহিউদ্দিন আল ফয়সলসহ ৩ জন, পার্সোনাল অফিসার মো. কামরুল হাসান, প্রধান সহকারী মো. শিহাব উদ্দিন, নিলুফা আক্তার, শামছুন্নাহার, মো. আবদুর রহিম, আবু তাহেরসহ ১৯ জন, নিম্নমান সহকারী জাকির হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক, মিজানুর রহমান, মাহমুদুল হাসান, আলিমুল রেজাসহ ৩২ জন, ফোরম্যান জামাল হোসেন, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে দেলোয়ার হোসেন, হিসাবরক্ষক আবু বকর সিদ্দিক, গাড়ি পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম, তাজুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলামসহ ৭ জন, কেয়ারটেকার সালমা আক্তারসহ ২ জন, মোয়াজ্জিন পদে মো. যোবায়ের হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অস্থায়ী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে গত বছর মো. মোহন, আনোয়ার হোসেন সুমন, মো. ইউসুফ, দাউদ নবী, রাবেয়া আক্তার শিল্পী, শাহাদাত হোসেন, মাহফুজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, সাহেব উল্লাহ স্বপন, ছালাউদ্দিন, ইকবাল হোসেন, গুলজার হোসেন, জাকির হোসেন, অজির উদ্দিন, শ্রীবিষু, আবদুল মন্নান, আয়েশাসহ ৭৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাস্টার রুলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে কায়সার হামিদ চৌধুরী, জোহরা খাতুন, মনির হোসেন, লক্ষন চন্দ্র মজুমদার, মাকছুদুর রহমানসহ ৬১ জন রয়েছে। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক নোবিপ্রবি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যুগান্তরকে বলেন, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী শিক্ষকদের জনপ্রতি ভিসি ১০ লাখ টাকা, চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জনপ্রতি ৭ লাখ টাকা, মাস্টার রুলে কর্মচারী জনপ্রতি ৫ লাখ টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে ভিসি। এছাড়া বিধি লংঘন করে ভিসি ব্যক্তিগত পরিবহন, বাসা, সফর ভাতাসহ বরাদ্দের ২১ হাজার টাকার দ্বিগুণ প্রতি মাসে উত্তোলন করে তা আত্মসাৎ করছেন। ভিসির এ অনিয়ম ও নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনকে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ভিসি নিজেই ওই পদ দখল করেছে। এছাড়া একই বিভাগে অপর প্রভাষক মীর সালমা আক্তার, অবন্তি বড়ুয়া, ফারজানা এহতাছুম, অর্পিতা রায়কে শোকজ করে তাদের আবাসিক সিট বাতিল করে।